কোটচাঁদপুরের চাষিদের নজর কাড়ছে গ্রীষ্মকালীন তরমুজ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার চাষিদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে মার্সেলো গ্রিন ও ইয়েলো কিং জাতের উচ্চমূল্যের গ্রীষ্মকালীন তরমুজ।

মালচিং পদ্ধতিতে চাষ করায় উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় এবং মাত্র ৭০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করে ভালো দামে বিক্রি করতে পারায় খুশি চাষিরা। অন্যদিকে নিরাপদ ও উচ্চমূল্যের ফল উৎপাদন বাড়াতে উপজেলা কৃষি বিভাগ বিভিন্ন ধরনের সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছর থেকে কোটচাঁদপুরে উচ্চমূল্যের গ্রীষ্মকালীন তরমুজের চাষ শুরু হয়। তবে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ চাষের পরিধি সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। চলতি মৌসুমে উপজেলার প্রায় দেড় একর জমিতে সাতজন কৃষক এ তরমুজের চাষ করেছেন।

চাষিদের মধ্যে রয়েছেন নারায়ণবাড়িয়া গ্রামের জুবায়ের হোসেন, ফাজিলপুর গ্রামের আশরাফুজ্জামান, ছয়খাদা গ্রামের সজিব আহমেদ, রামচন্দ্রপুর গ্রামের শান্তি মিয়া, তালসার গ্রামের ফারুক হোসেন, কুশনা গ্রামের আবুল বাশার এবং বড়বামনদহ গ্রামের মহব্বত আলী। অধিকাংশ কৃষক ২০ শতক জমিতে এ তরমুজের আবাদ করেছেন।

কৃষকরা জানান, মাত্র ৭০ দিনের মধ্যে তরমুজ সংগ্রহ করে বাজারে ভালো দামে বিক্রি করতে পেরেছেন। অসময়ে উৎপাদিত হওয়ায় বাজারে এ তরমুজের চাহিদাও বেশি। ফলে এলাকার আরও অনেক কৃষক এ চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন।

বড়বামনদহ গ্রামের কৃষক মহব্বত আলী বলেন, কৃষি অফিসের সহায়তায় গত বছর এক বিঘা জমিতে প্রথমবার গ্রীষ্মকালীন তরমুজের চাষ করি। ফলন ভালো হয়েছিল। প্রথম বছর কিছুটা অভিজ্ঞতার অভাব থাকলেও লোকসান হয়নি। এবার বাজারদর ভালো থাকায় লাভও বেশি হবে বলে আশা করছি।

নারায়ণবাড়িয়া গ্রামের কৃষি উদ্যোক্তা জুবায়ের হোসেন বলেন, তিনি গত তিন বছর ধরে এ তরমুজের চাষ করছেন। বছরে তিনবার এ তরমুজের আবাদ করা সম্ভব। একবার ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা খরচ করলে তিন মৌসুমে

উৎপাদন করা যায়। এতে বছরে প্রায় দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা আয় হয়।

তিনি আরও বলেন, “এটি লাভজনক একটি ফসল। অল্প খরচে ও কম সময়ে ভালো উৎপাদন পাওয়া যায়। কেউ এ চাষ করতে চাইলে আমি পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত।”

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ জাহিদ হোসেন বলেন, যশোর অঞ্চলের টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থবছরে গ্রীষ্মকালীন উচ্চমূল্যের তরমুজের সাতটি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে। চাষিরা ২০ শতক জমি থেকে গড়ে প্রায় ৬৫ হাজার টাকার তরমুজ বিক্রি করেছেন। উৎপাদন খরচ বাদ দিয়ে তাদের প্রায় ৫০ হাজার টাকা লাভ হয়েছে।

তিনি আরও জানান, কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে চাষিদের উন্নতমানের বীজ, সার, মালচিং সামগ্রী ও বালাইনাশক সরবরাহ করা হয়েছে। এসব প্রদর্শনী দেখে অন্য কৃষকরাও এ চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন।

২০২৫-২৬ অর্থবছরে কোটচাঁদপুরে প্রায় দেড় একর জমিতে মার্সেলো গ্রিন, ইয়েলো কিং ও মেলোডি সুপার জাতের তরমুজের আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে মার্সেলো গ্রিন জাতের তরমুজের চাষ সবচেয়ে বেশি হয়েছে। হেক্টরপ্রতি গড় উৎপাদন হয়েছে প্রায় ৩০ মেট্রিক টন।

উৎসবমুখর আয়োজনে কোটচাঁদপুরে গোল্ডকাপ ফাইনাল অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে উৎসবমুখর পরিবেশ ও বিপুল দর্শকসমাগমের মধ্য দিয়ে জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৬ এর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তরুণ সমাজকে মাদক, জুয়া ও অপরাধপ্রবণতা থেকে দূরে রেখে খেলাধুলার মাধ্যমে সুস্থ, সচেতন ও মানবিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়।

গতকাল শনিবার বিকেলে কোটচাঁদপুর সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল ম্যাচের উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহের জেলা

প্রশাসক নোমান হোসেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) দীপা রানী সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক নোমান হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার মিয়া মোহাম্মদ আশিস বিন হাসান, জেলা পরিষদের প্রশাসক আব্দুল মজিদ, সহকারী কমিশনার (ভূমি) সোহেল রানা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কোটচাঁদপুর সার্কেল) সায়েম ইউসুফ, কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনসারুল্লাহ, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আবুবকর বিশ্বাস, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারুক হোসেন খোকন, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলী, পৌর বিএনপির সভাপতি এস কে এম সালাহউদ্দিন বুলবুল সিডল, উপজেলা জামায়াতের আমির মাস্টার আজিজুর রহমান, পৌর জামায়াতের আমির মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান একরামুল হকসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ক্রীড়াঙ্গনের নেতৃবৃন্দ।

এছাড়া উপজেলার বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, ক্রীড়া সংগঠক, সাংবাদিক এবং হাজারো ফুটবলপ্রেমী দর্শকের উপস্থিতিতে মাঠজুড়ে উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বর্তমান প্রজন্মকে মাদক, জুয়া ও সামাজিক অবক্ষয় থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। নিয়মিত ক্রীড়া চর্চা তরুণদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, শৃঙ্খলাবোধ, নেতৃত্বের গুণাবলি, পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দেশপ্রেম গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ ধরনের আয়োজন সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতেও সহায়ক হবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ফাইনাল ম্যাচে দুই দলের খেলোয়াড়দের দৃষ্টিনন্দন নৈপুণ্য, আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ এবং দর্শকদের প্রাণবন্ত সমর্থনে মাঠজুড়ে রোমাঞ্চকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। দূর-দূরান্ত থেকে আসা দর্শকদের উপস্থিতিতে পুরো মাঠ যেন এক মিলনমেলায় পরিণত হয়।

টুর্নামেন্টকে ঘিরে স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেন, এ ধরনের প্রতিযোগিতা কোটচাঁদপুরে ফুটবলের ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি নতুন প্রতিভাবান খেলোয়াড় তৈরি এবং স্থানীয় ক্রীড়াঙ্গনকে আরও গতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

খেলা শেষে বিজয়ী ও রানারআপ দলের খেলোয়াড়দের হাতে ট্রফি, মেডেল ও পুরস্কার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ।

খেলা পরিচালনা করেন মো. রুহুল আমিন টুটুল, ফরাদ হোসেন ও মেহেদী হাসান। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন মোমেন আল আরাফাত সোহেল, রুস্তম কবির, আব্দুল হামিদ ও আলমগীর হোসেন।

কোটচাঁদপুরে সড়কে গাছ ফেলে প্রবাসী পরিবারের সর্বস্ব ছিনতাই

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে সড়কে গাছ ফেলে একটি প্রাইভেটকারের গতিরোধ করে নগদ টাকা, মোবাইল ফোন ও স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

মঙ্গলবার (২১ জুলাই) দিবাগত ভোররাতে কোটচাঁদপুর-সাবদারপুর সড়কের কুশোকুড়ি মাঠ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, মালয়েশিয়া প্রবাসী মাজেদুল ইসলাম ঢাকা থেকে প্রাইভেটকারে করে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নিজ বাড়ি কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়া গ্রামে ফিরছিলেন। পথে কোটচাঁদপুর–সাবদারপুর সড়কের পুলিশ বক্সের অদূরে কুশোকুড়ি মাঠ এলাকায় পৌঁছালে দুর্বৃত্তরা সড়কে গাছ ফেলে তাদের গাড়ির গতিরোধ করে।

পরে ধারালো দা দেখিয়ে জিম্মি করে তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের পাঁচটি মোবাইল ফোন, সাতটি স্বর্ণের আংটি, তিন জোড়া স্বর্ণের কানের দুল, একটি রুপার ব্রেসলেট এবং ৫ হাজার ৫০০ মালয়েশিয়ান রিংগিত ছিনিয়ে নেয়। যার বাংলাদেশি মুদ্রায় মূল্য প্রায় ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। ছিনতাই হওয়া সব মালামালের আনুমানিক মূল্য প্রায় ৬ লাখ ৭১ হাজার টাকা।

ভুক্তভোগী মালয়েশিয়া প্রবাসী মাজেদুল ইসলাম জানান, এ ঘটনায় তিনি কোটচাঁদপুর থানায় মামলা করবেন।

ঘটনার পর বুধবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন কোটচাঁদপুর-মহেশপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সায়েম ইউসুফ এবং কোটচাঁদপুর থানার ওসি (তদন্ত) আনসারুল্লাহ হক।

এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সায়েম ইউসুফ ঘটনাটি নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

তবে ওসি (তদন্ত) আনসারুল্লাহ হক বলেন, “এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।” আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি কোনো মন্তব্য না করে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

কোটচাঁদপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ভবন ভাঙার কাজ করার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ইয়ানুর হোসেন (২৫) নামের এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার (২০ জুলাই) সকাল ১১টার দিকে কোটচাঁদপুর সরকারি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবন ভাঙার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত ইয়ানুর হোসেন কালীগঞ্জ উপজেলার হেলাই গ্রামের জামির আলীর ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, সকালে কোটচাঁদপুর সরকারি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের একটি পুরাতন ভবন ভাঙার কাজ করছিলেন ইয়ানুরসহ কয়েকজন শ্রমিক। ভবন ভাঙার একপর্যায়ে অসাবধানতাবশত ইয়ানুরের হাতে থাকা একটি রড পাশে থাকা বিদ্যুতের মেইন লাইনের তারের সংস্পর্শে আসে। এতে তিনি গুরুতর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন।

পরে স্থানীয়রা সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে দ্রুত কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তদন্ত আনসার উল্লাহ হক ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল ও হাসপাতাল পরিদর্শন করেছে। অসাবধানতাবশত রড বিদ্যুতের

মেইন লাইনে লেগে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

কোটচাঁদপুরে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত

আনন্দ-উৎসাহের মধ্য দিয়ে কোটচাঁদপুরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রাচীন ধর্মীয় উৎসব শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে রথযাত্রার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়ে দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি পালিত হয়।

জানা যায়, পুরীর শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের মন্দির থেকে এ রথযাত্রার প্রচলন। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও শুভদ্রার গুন্ডিচা বা মাসির বাড়িতে গমন এবং পুনরায় ফিরে আসার স্মরণে প্রতিবছর রথ উৎসব পালন করে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় কোটচাঁদপুরের সলেমানপুর শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের মন্দিরেও গত দুই বছর ধরে এ রথ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জগন্নাথদেবের ভক্তরা স্থানীয় মন্দিরে জড়ো হন। সেখানে রথ টানা, কীর্তন ও প্রসাদ বিতরণসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এদিকে রথযাত্রা থেকে উল্টো রথ পর্যন্ত টানা আট দিন ধরে জগন্নাথদেবের মন্দিরে নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া রথযাত্রাকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে বিভিন্ন ধরনের রাইড ও দোকানপাটেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে রথ টানা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রথ উৎসব কমিটির সভাপতি মহিন্দ্র শর্মা, সাধারণ সম্পাদক বাঁধন শাহ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ রায়, পল্লী চিকিৎসক শিবপদ বিশ্বাসসহ রথ উৎসব কমিটির নেতৃবৃন্দ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

সভা শেষে দুর্যোগ মোকাবিলায় সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি দুর্যোগ-পূর্ব প্রস্তুতি, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানবিক সহায়তামূলক কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান বক্তারা।

কোটচাঁদপুরে সহকারী স্টেশন মাস্টারের ওপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর রেলস্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার মনিদেব দাসের ওপর হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার কোটচাঁদপুর রেলস্টেশন প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার ও কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

মানববন্ধনে রেলওয়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশ নেন। তারা হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

প্রতিবাদ সভায় বাংলাদেশ রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার ও কর্মচারী ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি মির্জা কামরুল হকের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন সাদাতসহ অন্যান্য নেতারা।

বক্তারা বলেন, দায়িত্ব পালনরত একজন রেল কর্মকর্তার ওপর প্রকাশ্যে হামলার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও উদ্বেগজনক। এটি শুধু একজন কর্মকর্তার ওপর হামলা নয়, বরং রেলওয়ের নিরাপত্তা ও সেবাব্যবস্থার ওপরও আঘাত। তারা অবিলম্বে হামলাকারীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করার দাবি জানান।

প্রতিবাদ সভা থেকে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম ঘোষণা করা হয়। নেতারা বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে বাংলাদেশ রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার ও কর্মচারী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সারাদেশে রেলপথ অবরোধ ও কর্মবিরতি কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

এ সময় বক্তারা রেল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান।

কোটচাঁদপুরে গভীর রাতে গাছের গুঁড়ি ফেলে ডাকাতি

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর-সাবদারপুর সড়কে গভীর রাতে খেজুর গাছের গুঁড়ি ফেলে মোটরসাইকেল, ট্রাক ও তেলের লরি গতিরোধ করে এক ভয়াবহ ও লোমহর্ষক ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত ৫/৬ জনের মুখোশধারী একটি ডাকাত দল পথচারীদের ওপর নৃশংস হামলা চালিয়ে নগদ অর্থ ও মোবাইল ফোন লুটে নিয়েছে। ডাকাতদের ধারালো অস্ত্রের কোপে জহিরুল ইসলাম (৪৬) নামে এক ব্যক্তি গুরুতর রক্তাক্ত জখম হয়েছেন। বর্তমানে তিনি কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১১টার দিকে কোটচাঁদপুর থানাধীন লক্ষ্মীকুন্ডু গ্রামের কুশোগুড়ি মাঠের ফাঁকা জায়গায় এই বর্বরোচিত ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটনার রাতে মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর থানা এলাকা থেকে মোটরসাইকেল যোগে কোটচাঁদপুরের উদ্দেশ্যে রওনা করেন ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর থানাধীন সলেমানপুর বাজারপাড়ার আবুল কাশেম মন্ডলের ছেলে জহিরুল ইসলাম (৪৬) এবং মহেশপুর উপজেলার বেগমপুর গ্রামের মৃত দাউদ হোসেন মালিথার ছেলে মো: মমিনুর রহমান (৪২)।

মোটরসাইকেলটি কোটচাঁদপুর টু সাবদারপুরগামী পাকা রাস্তার

লক্ষ্মীকুন্ডু কুশোগুড়ি মাঠের ফাঁকা জায়গায় পৌঁছালে পূর্ব থেকে ওঁৎ পেতে থাকা ২৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ৫/৬ জনের একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতকারী রাস্তার ওপর খেজুর গাছের গুঁড়ি ফেলে তাদের গতিরোধ করে। সবার মুখমন্ডল কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল।

মোটরসাইকেলের পেছনে থাকা জহিরুল ইসলাম গাড়ি থেকে নেমে সামনে এগোতেই ডাকাত দল দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একজন ডাকাত ধারালো দা দিয়ে জহিরুলের পিঠে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে এবং অন্য একজন করাত দিয়ে পোচ দিয়ে নৃশংসভাবে কাটা জখম করে। জহিরুল রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লে ডাকাতরা তার কাছ থেকে নগদ ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা এবং ০১৭২৩৪২২৩৯৬ নম্বরের একটি বাটন মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়।

একই সময় মোটরসাইকেল চালক মমিনুল ইসলামকে জিম্মি করে তার কাছ থেকে নগদ ৮,০০০ (আট হাজার) টাকা এবং ০১৭১৩৯৬৭৯৬৭ সিম সংবলিত একটি নোকিয়া বাটন ফোন লুটে নেয় ডাকাত দল।

ট্রাক ও তেলের লরিতেও হানা

মোটরসাইকেল আরোহীদের ওপর তাণ্ডব চালানোর পরপরই কোটচাঁদপুরের দিক থেকে আসা দুটি ট্রাক ও একটি তেলের লরির গতি রোধ করে ডাকাত দল। সাবদারপুর গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে ট্রাক ড্রাইভার মো: রিয়াদকে মুখে আঘাত করে গুরুতর জখম করে তারা। তবে তার কাছ থেকে কোনো কিছু নিতে পারেনি। এরপর ডাকাত দল তেলের লরির ড্রাইভারকে জিম্মি করে তার কাছ থেকে নগদ আরও ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা ছিনিয়ে নেয়।

ভুক্তভোগীরা জানান, ডাকাতি করার সময় দুষ্কৃতকারীরা নিজেদের মধ্যে একজনকে ‘মাস্টার’ বলে সম্বোধন করে ডাকছিল। ধারণা করা হচ্ছে, ‘মাস্টার’ নামক ওই ব্যক্তিই এই ডাকাত দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছিল।

লুটপাট ও হামলার ঠিক পরপরই ঘটনাচক্রে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশের একটি টহল দল তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। পুলিশের গাড়ির আলো ও উপস্থিতি টের পেয়েই সশস্ত্র ডাকাত দলটি মালামাল নিয়ে দ্রুত অন্ধকারের মধ্যে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

পরবর্তীতে পুলিশ ও স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় জহিরুল ইসলামকে উদ্ধার করে দ্রুত কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি

করে। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এই দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনার পর এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। মুখোশধারী ও ‘মাস্টার’ চক্রের এই ডাকাত দলকে চিহ্নিত করে গ্রেফতার এবং লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধারে পুলিশ ইতিমধ্যেই সাঁড়াশি অভিযান শুরু করেছে বলে থানা সূত্রে জানা গেছে।

কোটচাঁদপুর ২০ পুরি গাঁজাসহ ব্যবসায়ী আটক

গাঁজা “আর খাবো না, মসজিদে ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ব” বলে ক্ষমা প্রার্থনা! ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সাফদারপুর ইউনিয়নে সাফদারপুর বাজারে ১০০ পুরি গাঁজা এবং মাদক সেবনের সরঞ্জামসহ রিপন নামের এক মাদক ব্যবসায়ী ও সেবনকারীকে হাতেনাতে আটক করেছে স্থানীয় উৎসুক জনতা।

দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাদক বিক্রি ও সেবনের অভিযোগ ছিল রিপনের বিরুদ্ধে। গতকাল সন্ধ্যা বেলা সাফদারপুর বাজারে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে স্থানীয় জনতা তাকে ঘিরে ফেলে। পরবর্তীতে তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে ১০০ পুরি গাঁজা এবং মাদক তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

জনতার হাতে আটক হওয়ার পর রিপন নিজের ভুল স্বীকার করেন এবং কান্নায় ভেঙে পড়েন। উপস্থিত সবার সামনে হাত জোড় করে তিনি বলেন, ”আমি আর কোনোদিন গাঁজা খাবো না এবং বিক্রিও করবো না। আমাকে একটা শেষ সুযোগ দিন। আমি এখন থেকে সাফদারপুর বাজারের মসজিদে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বো এবং ভালো পথে চলবো স্হানীয় জনগণ তাঁকে শেষ বারের মতো ভালো হওয়ার সুযোগ দিয়ে ছেড়ে দেন।

কোটচাঁদপুর পৌরসভার ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট ঘোষণা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌরসভার ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। পৌরবাসীর জীবনমান উন্নয়ন, আধুনিক নাগরিক সেবা নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে এ বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

বুধবার কোটচাঁদপুর পৌরসভা কার্যালয়ে আয়োজিত বাজেট ঘোষণা অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পৌরসভার প্রশাসক দীপা রানী সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাবিত বাজেট ঘোষণা করেন।

বাজেট উপস্থাপনকালে তিনি বলেন, নাগরিক সেবার মানোন্নয়ন, পৌর এলাকার সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদার, পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ গ্রহণ এবং জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, পৌরসভার উন্নয়নে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করার পাশাপাশি সরকারি বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার এবং নিজস্ব রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হবে। পৌরবাসীর আন্তরিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ ছাড়া এসব উন্নয়ন কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর থানার তদন্ত কর্মকর্তা (ওসি-তদন্ত) আনসারুল্লাহ হক, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, উপজেলা জামায়াতের আমির মাস্টার আজিজুল হক, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, পৌর জামায়াতের আমির মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম, উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া, এনসিপির প্রতিনিধি হৃদয় আহসান, পৌরসভার বিভিন্ন কর্মকর্তা- কর্মচারী, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

বাজেট ঘোষণা শেষে প্রশাসক দীপা রানী সরকার কোটচাঁদপুর